জেন্ডার ও নারীর অধিকার



স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: পায়াক্ট বাংলাদেশ

জেন্ডার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য



জেন্ডার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য

জন্মগতভাবে ছেলে ও মেয়েশিশুর মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য না থাকলেও পরবর্তীতে সামাজিক কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিকভাবে তৈরী নারী ও পুরুষের পরিচয়, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ভূমিকাকেই জেন্ডার বলা হয়।

জেন্ডার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য

- নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য হচ্ছে লিঙ্গগত ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা।
  এই প্রকৃতিগত পার্থক্যকে ভিত্তি করে পরিবার ও সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এবং তাদের ভিন্ন ধরনের ভূমিকা গড়ে ওঠে
  এই পার্থক্যগুলো যেহেতু সমাজের তৈরী তাই এগুলো পরিবর্তনশীল
- এক সময়ে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, মেয়েরা শুধু ঘর-গৃহস্থালি, রান্না-বান্না এবং সন্তান লালন-পালন করবে আর পুরুষরা আয়-উপার্জন, বিচার-শালিস, রাজনীতিসহ বহুমুখী কাজ করবে।
  যুগ যুগ ধরে মানুষ সামাজিক এইসব ব্যবস্থা দেখে অভ্যস্থ। ফলে নারীরা পিছিয়ে পড়ছে, নানা ধরনের বৈষম্য নির্যাতনের শিকার হচ্ছে
- তবে ধীরে ধীরে এইসব বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, খেলাধুলা আয়-উপার্জন, সব ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অংশ নিচ্ছে।
  একটি সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্বাভাবিক

মনে রাখবেন

দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জেন্ডার হচ্ছে সেই মাপকাঠি যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আমাদের সমাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে নারীদের অবস্থান এবং এর থেকে উত্তরণের উপায়।

নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী





নারী-পুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

সৃষ্টিকর্তা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই সমান সম্ভাবনা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পরিবার ও সমাজই নারী ও পুরুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করে। যার ফলে নারীরা পরিবার ও সমাজে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে করণীয়

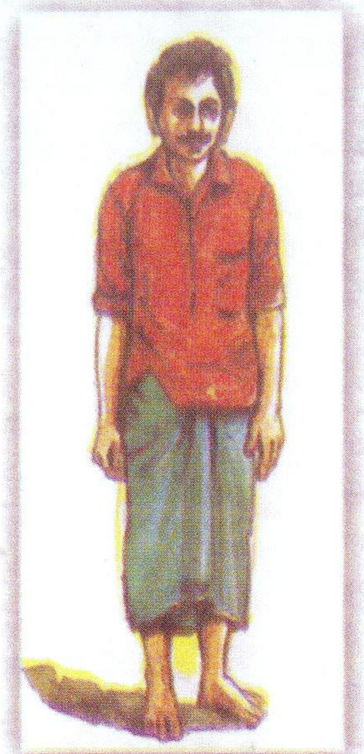
- জন্মের পর থেকেই ছেলে ও মেয়েশিশুর যত্ন, পুষ্টি, শিক্ষা, চিকিৎসা কোন ক্ষেত্রেই পার্থক্য না করা
- লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়কেই ঘরের কাজে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা
- খেলাধুলা ও বিভিন্ন উৎসবে মেয়ে ও ছেলে উভয়কে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া
- অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে না দেয়া এবং তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত না করা
- পরিবারের কোনো মহিলা সদস্য যেন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

মনে রাখবেন

পরিবারের দায়িত্বশীল পুরুষ সদস্য হিসাবে আপনার মা, বোন, স্ত্রী ও কন্যার কাজের প্রতি সম্মান দেখানো এবং সব ধরনের পারিবারিক কাজে অংশ গ্রহণ করা আপনার সামাজিক দায়িত্ব।

সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

কিভাবে মেয়ে বা ছেলে হয়



XY



XX

X

Y

+ X

+ X



XX

XY



সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আমাদের দেশে মেয়ে সন্তানকে এখনও বোঝা মনে করা হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান হওয়ার জন্য স্ত্রীকে দোষারোপ করা হয়। শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে কখনো কখনো স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়। তাই ছেলে বা মেয়ে সন্তান কিভাবে হয় এটা সকলেরই জানা প্রয়োজন।

সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

- সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা দুজনেরই ভূমিকা আছে
- তবে সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পুরুষের ওপর
- ছেলেদের শুক্রাণুতে দুই ধরনের ক্রোমোজম থাকে। একটি 'X' আর একটি 'Y'। মেয়েদের ডিম্বাণুতে শুধু এক ধরনের ক্রোমোজম থাকে তা হচ্ছে- 'X'
- 'X' ক্রোমোজমযুক্ত শুক্রাণু, ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে দুটো 'X' ক্রোমোজম সম্বলিত কোষ সৃষ্টি করে, ফলে মেয়েশিশু জন্মগ্রহণ করে
- 'Y'ক্রোমোজমযুক্ত শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে দুটো 'XY' ক্রোমোজম সম্বলিত কোষ সৃষ্টি করে, ফলে ছেলে শিশু জন্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা পুরুষের বীর্যের মধ্যে যে শুক্রাণু থাকে তার ওপর নির্ভর করে
- সুতরাং একজন মহিলা ছেলে সন্তান জন্ম দিতে না পারলে তাকে কোনোভাবেই দোষারোপ করা উচিত নয়।

মনে রাখবেন

ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই নেই এবং তারা উভয়েই সমান সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য তৈরি করা ঠিক নয়।

নারী-অধিকার



নারী-অধিকার

দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।
নারী-অধিকার সম্পর্কে নিজে সচেতন হোন অন্যকেও সচেতন হতে সাহায্য করুন।

নারীর-অধিকারসমূহ

- নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা
- নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ আচরণ না করা এবং নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মর্যাদা প্রদান করা
- নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন: মাতৃত্বকালীন ছুটি, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি
- গতানুগতিক সামাজিক প্রথা যা শুধুমাত্র পুরুষদের পক্ষে যায়, নারীদের ক্ষেত্রে সেগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারী-পাচাররোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা
- নারীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনার অধিকার নিশ্চিত করা
- নারীর নাগরিক ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা
- বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা
- পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা
- জন্মের পর থেকেই মেয়ে শিশুর সকল সেবা সুবিধা পাওয়ার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা

মনে রাখবেন

নারীকে একজন মানুষ হিসাবে গণ্য করে তার সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে আপনাকেও ভূমিকা রাখতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ



নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ

আমাদের দেশে নারী-নির্যাতন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা
নানা কারণে সমাজে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে।

কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে:

- সম্পদের ব্যবহার ও বন্টনে নারীদের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারের সীমাবদ্ধতা
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ
- সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্য
- পুরুষের ওপর নির্ভরশীলতা
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকা
- মেয়েদের চলাফেরায় স্বাধীনতা কম থাকা
- মেয়েদেরকে বোঝা মনে করা ও পণ্য হিসেবে দেখা
- আইনের বাস্তব প্রয়োগ না থাকা
- নারী-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- যৌতুক
- পুরুষ বংশের উত্তরাধিকারী এবং নারীকে অবমূল্যায়ন করা ও হেয়দৃষ্টিতে দেখা
- কুসংস্কার নারীদের চলাচল এবং মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে

মনে রাখবেন

নারী-নির্যাতন দণ্ডনীয় অপরাধ। মানুষ হিসেবে নারীকে সমান মর্যাদা দিয়ে পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখুন।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করুণ



নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করুণ

জেন্ডার বৈষম্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতার কারণে
পরিবার ও সমাজ কর্তৃক নারী নানাভাবে নির্যাতিত হন।

নারী-নির্যাতনের ধরণসমূহ

- **শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন:** আমাদের দেশে অহরহ যৌতুকের জন্য, মেয়েশিশু জন্ম নিলে বা কাজে সামান্য ভুলের কারণে স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অথবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা নারীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকেন
- **বহুবিবাহ:** আমাদের দেশে প্রচলিত আইনে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিয়েতে মত না দিলে নারীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হয়
- **তালাক :** ধর্মের অপ-ব্যাখ্যা দিয়ে মৌখিকভাবে তালাক দেয়ার মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীকে মানসিক ও সামাজিকভাবে নির্যাতন করে থাকে অথচ তালাক দেয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম ও আইন রয়েছে
- **গর্ভাবস্থায় নির্যাতন:** গর্ভকালীন সময়ে পর্যাপ্ত খাবার না দেয়া, অধিক পরিশ্রম করানো এবং নানা কারণে মানসিকভাবে নির্যাতন করা এমনকি এ সময়ে শারীরিকভাবেও নির্যাতিত হয়ে থাকেন নারীরা
- **যৌতুক:** আমাদের দেশে যৌতুক নারী নির্যাতনের একটা প্রধান কারণ। যৌতুকের দাবীতে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধও ঘটছে। অথচ দেশের যৌতুক-বিরোধী আইনে যৌতুক দেয়া ও নেয়া উভয়ই দন্ডনীয় অপরাধ
- **যৌন নির্যাতন:** আমাদের দেশে নারী-নির্যাতনের অন্যতম ভয়াবহ রূপটি হচ্ছে যৌন নির্যাতন বা ধর্ষণ। বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করুণ



নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করুণ

- **নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ:** আমাদের দেশে জন্ম থেকেই ছেলে ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে। মেয়েরা তুলনামূলকভাবে বেশী অবহেলা, নির্যাতন আর মানসিক অশান্তির মুখোমুখি হয়ে থাকে। কখনও কখনও এই বৈষম্যের রূপ ভয়াবহভাবে পরিলক্ষিত হয়।
- **অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ:** মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণ করে থাকে
- **কন্যাশিশুর জন্ম:** অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ ও কন্যাশিশুর জন্ম দেয়ার কারণেও নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে নারীকে এককভাবে দায়ী করার কোনো কারণ নাই। কারণ কন্যাশিশু জন্মের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান।
- **এসিড নিক্ষেপ:** প্রেম বা বিয়েতে রাজী না হলে ও বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক এনে দিতে না পারলে মেয়েদের এসিড নিক্ষেপ করা হয় যা অত্যন্ত অমানবিক ও ভয়াবহ
- **নারী পাচার:** দারিদ্র্যের সুযোগে বিভিন্ন ধরনের কাজের লোভ দেখিয়ে অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত, বা স্বামী পরিত্যাক্ত নারীদের অন্যত্র পাচার করা এবং তাদেরকে নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়ে থাকে
- **বাল্য বিবাহ:** আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহের কারণে নারী সহিংসতার শিকার হয়
- **উত্যক্ত করা:** স্কুল, কলেজ ও কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে মেয়েদেরকে অশালীন ও কটুক্তিমূলক কথা বলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হয়।

মনে রাখবেন

নির্যাতনের ফলে নারী হীনমন্যতায় ভোগে, শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। গর্ভকালে নির্যাতনের ফলে নারী বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করতে পারে এমনকি মা ও শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। তাই নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজের সকলকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

নারীর-নির্যাতন প্রতিরোধ সামাজিক ভূমিকা



নারীর-নির্যাতন প্রতিরোধে সামাজিক ভূমিকা

নারী-নির্যাতনরোধে সামাজিক ভূমিকাই প্রধান। পরিবার ও সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে ধীরে ধীরে নারী-নির্যাতন কমে যাবে।

করণীয়

- নারী-নির্যাতন একটি নিন্দনীয় কাজ, এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন করা। যেমন- নারীর অধিকার, পরিবার সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নারী-নির্যাতনের কুফল ইত্যাদি
- ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা
- পরিবার, কর্মক্ষেত্র বা সমাজ যেখানেই নারী-নির্যাতন হোক তার প্রতিবাদ করা
- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা
- নির্যাতিত নারীকে আইনী সাহায্য নিতে সহায়তা করা এবং সামাজিকভাবে তার পাশে দাঁড়ানো
- ধর্মীয় নেতাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা
- শারীরিকভাবে নির্যাতিত নারীকে দ্রুত চিকিৎসা ও আইনগত সেবা পেতে সহায়তা করা
- নারী-নির্যাতনের শাস্তি-সংক্রান্ত আইন ও তথ্য সাধারণ মানুষকে অবহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা

মনে রাখবেন

নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে প্রত্যেকেরই এগিয়ে আসা জরুরি। নারী-নির্যাতন প্রতিরোধের আইনগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা করতে হবে।

নির্যাতিত নারীদের জন্য জরুরি চিকিৎসা ও সেবা









নির্যাতিত নারীদের জন্য জরুরি চিকিৎসা ও সেবা

আমাদের দেশে নানা কারণে প্রতিনিয়ত অসংখ্য নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।
তাদের জন্য প্রয়োজন জরুরি চিকিৎসা ও সেবা।

যে সব প্রতিষ্ঠানে জরুরি সেবা পাওয়া যাবে

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- জেলা হাসপাতাল
- মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার
  (বিভাগীয় পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত)
- বিভিন্ন বেসরকারী সেবা কেন্দ্র

মনে রাখবেন

নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়াতে হবে, তাকে মানসিকভাবে সাহস জোগাতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেতে সহায়তা করতে হবে।

নির্যাতিত নারীর আইনী সহায়তা



নির্যাতিত নারীর আইনী সহায়তা

একজন নির্যাতিত নারীর তাৎক্ষণিকভাবে যেমন চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন তেমনি আইনগত সহায়তাও প্রয়োজন।
একমাত্র আইনের সঠিক প্রয়োগেই নারী-নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব।

আইনগত সহায়তার জন্য যেসব জায়গায় যাবেন

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা ও পুরুষ সদস্য
- পৌরসভার চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার
- নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
- জেলা প্রশাসক
- নিকটস্থ এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা এ বিষয়ে কাজ করছে
- ঢাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরসহ ৬টি বিভাগে অবস্থিত নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

মনে রাখবেন

নির্যাতিত নারীকে আইনী সহায়তা পেতে সহায়তা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

নির্যাতিত নারীদের সহায়তাদানে সরকারি পদক্ষেপসমূহ



নির্যাতিত নারীদের সহায়তাদানে সরকারি পদক্ষেপসমূহ

আমাদের দেশে নারী-নির্যাতন একটা বড় সমস্যা। সরকার নারী-নির্যাতনরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। পাশাপাশি নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তাও প্রদান করছে।

নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সেল

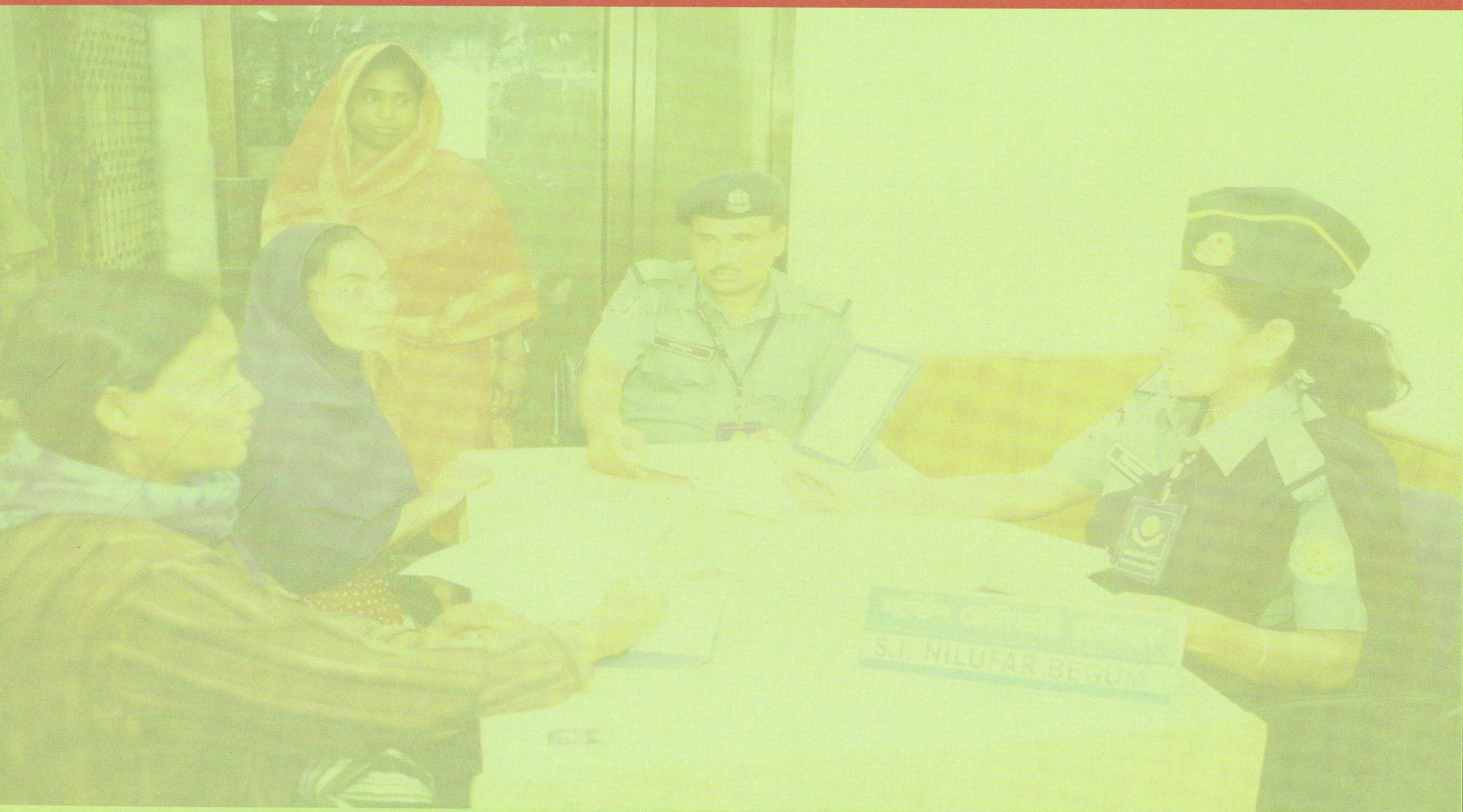
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে ঢাকাসহ বাংলাদেশের ৬টি বিভাগে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সেল রয়েছে।

এই সেলের কাজ :

- নির্যাতিত মহিলাদের আইনগত পরামর্শ প্রদান করা
- নির্যাতিত মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ, দুপক্ষের বক্তব্য শোনা, আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে পুণরায় পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা
- সেলে যে সব মামলার নিষ্পত্তি হয়না, পারিবারিক আদালতে সেইসব মামলা দায়ের করা ও পরিচালনা করা
- আইনী সহায়তা দ্বারা স্বামী-পরিত্যক্ত নারীদের অধিকার আদায়, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেনমোহর এবং ভরণপোষনের ব্যবস্থা করা।

মনে রাখবেন

নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সেল নির্যাতিত নারীদের সকল ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্যাতিত নারীদের পরামর্শ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।



স্বাস্থ্যের কথা বলুন
স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
BHE
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
HPNSDP
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কৃতজ্ঞতায় : পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়